

শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ ৬২তেই শুরু

৥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥
সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের নবীন
বরণ অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেছেন, ৬২ সাল
পেছেই শুরু হয় শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ।
একই সাথেই শুরু হয় 'জা' প্রতিরোধের
আন্দোলন। এর ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠা হয়
বাংলাদেশ। সার্বজনীন, প্রকমুখী,
গণতান্ত্রিক ও সেকুলার শিক্ষা ব্যবস্থা
প্রতিষ্ঠা ছিল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মূল দাবি।
ভারা বলেন, স্বাধীনতার পর গঠিত সকল
শিক্ষা কমিশনই এ দাবির সাথে
বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। গতকাল বুধবার
সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি
মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তারা
এসব কথা বলেন।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি মলয়
সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শুভাংগ
চক্রবর্তী, ডেইলি নিউ এজের সম্পাদক
নুরুল কবির, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং
বিভাগের প্রডাক্ট মোসাহিদা সুলতানা,
কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনার্দন দত্ত
নাটু, মোহনী হাসান তমাল, বিপব মন্ডল
প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে শুভাংগ চক্রবর্তী বলেন,
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের
সুশাসনমুখিতা সরকারের নির্লিপ্ততা প্রমাণ
করে রুট্ট এখন ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়ানোর
শক্তি হারিয়ে ফেলেছে। তিনি বলেন, যে
দেশে ১২ কোটি মানুষের মৌলিক চাহিদা
পূরণ হচ্ছে না। সে দেশে শিক্ষার
বাণিজ্যিকীকরণ করার মানে হল রুট্ট শক্তি
নিজেকে শোষণ-হিসেবে জাহির করা।

ডেইলি নিউ এজের সম্পাদক নুরুল
কবির বলেন, প্রতাপশালী ছাত্র সংগঠন,
যারা ক্ষমতাসীল দলের অংশ, তারা
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পসগুলোতে দাস গ্রথা

চালু করেছে। দাসত্বের চেয়ে মুক্তা অনেক
ভাল। কারণ দাসত্ব দ্বারা মানবিকতার
বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

মোসাহিদা সুলতানা বলেন,
শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে-কর্তৃক অল্প পূরণ
মানে করলেও উত্তির পর পরই শুরু হয়
তাদের বণ্ডপ্তের পাল। নিজ হলে সিট না
পাওয়া, ছাত্র নেতাদের বিভিন্ন রকম
হয়রানি, প্রতিকূল পরিবেশের সাথে
নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে ব্যর্থ হওয়া,
অপছন্দের ছাত্র সংগঠনের রাজনীতি করতে
বাধ্য হওয়া ইত্যাদির শিক্ষার হতে হয়।

জনার্দন দত্ত নাটু বলেন,
বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধু দুটি কারণে
বার্ধক্যে পৌঁছে না। তা হল প্রতি বছর
নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি ও গবেষণার মাধ্যমে
জ্ঞানের সৃষ্টি করা। তবে এখন বিতীয়টি
গ্রিয়মাণ হয়ে যাচ্ছে। আলোচনা শেষে
টিএসসি মিলনায়তনে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক
অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।